Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/90	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1301 b.s. (1894)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Surendranath Bandyapadhya 54/2/1 Grey Street.
Author/ Editor:	Sri R--?---Devi	Size:	11x18 cm
		Condition:	Brittle
Title:	Bhab-Bikash	Remarks:	Ballad

ভাব-বিকাশ।

শ্রীর——————দেবী

কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা, ৫৪।২।১ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কূপপ।

...ন ১৩০১ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা

উপহার।

অশেষগুণালঙ্কৃতা স্বধর্ম্মপরায়ণা দানশীলা
মাননীয়া শ্রীশ্রীমহারাণী মাতার কর-
কমলে পরম সমাদরে এই ক্ষুদ্র
উপহার অর্পণ করিলাম।

সযতনে সমাদরে ক্ষুদ্র উপহার,
যতনে হরষ ভরে, অর্পিলাম তব করে,
স্নেহনেত্রে দেখ মাতঃ প্রার্থনা আমার।
শিশু যথা পেয়ে দ্রব্য পুলক-অন্তরে,
কাঁচ বা উপল এনে, দেয় মারে সযতনে,
শিশু-সম দিতেছি মা সরল ব্যাভারে।
অর্দ্ধ-মুকুলিত এই কবিতা-কুসুম,
ছিন্ন ভিন্ন কলিগুলি, যতনে এনেছি তুলি,
তব লাগি সযতনে করিয়া চয়ন।
সিন্ধুপাশে রত্ন সবে করয়ে কামনা।
রত্ন লাগি কে কোথায়, সরোবরে ঝাঁপ দেয় ?
কূপপাশে রত্নমণি কেহত যাচে না।

শ্রীর——দেবী।

INSECT DAMAGE

JOGESCHANDRA ROY
BHAGALPUR

মুখবন্ধ।

আজ কাল বঙ্গসাহিত্য-উদ্যানে কোন পুষ্পেরই অভাব নাই। কবিতা-কুসুম কবিতা-প্রসূন কবিতা-মুকুল কবিতা-কোরক প্রভৃতি রাশি রাশি কবিতা-পুস্তক স্তবাকারে স্তূপাকারে মালাকারে বঙ্গসাহিত্যোদ্যানে পরিপূর্ণ। এ সুদিনে আমার এ অর্দ্ধ-মুকুলিত কবিতাগুলি পাঠ-যোগ্য হইবে কি না তাহা সুধিগণের বিবেচ্য। আশা করি সহৃদয় ব্যক্তিগণ ইহার দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুণ গ্রহণ করিবেন।

পরিশেষে বিনয়-সহকারে স্বীকার করিতেছি, যে এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন-ব্যয় শ্রীশ্রীমহারাণী মাতা সমস্ত নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এবং তাঁহার এই অনুগ্রহ ও উৎসাহ বিনা হয়তঃ আজ আমি সাধারণ-সমক্ষে আমার এই পাঁচ ফুলের সাজি বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইতাম না।

মুঙ্গের,
১৪ই চৈত্র, সন ১৩০১ সাল। } শ্রীর———দেবী।

INSECT DAMAGE

JOGESCHAN[illegible] ROY.
BHAGULPUR

সূচীপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা।
ঈশ্বর স্তোত্র	...	...	১
ওরে ভ্রান্ত মত্ত মূঢ় মন		...	৩
বাঁশরী শ্রবণে	...	...	৫
বিরহিণী	...	...	৭
ঝুলান পূর্ণিমা	...	...	৮
তুমিই সে সব	...	...	১০
কোকিল	...	...	১১
মহাশ্বেতা	...	...	১৪
যাতনার নাহি অবসান		...	২১
পত্নী-বিয়োগে	...	...	২৪
শ্রীরাধার খেদ	...	...	২৭
বর্ষার তরঙ্গিণী	...	...	২৮
শিশুর প্রতি সোহাগ	...	...	৩৩
সখী-বিয়োগে	...	...	৩৫
এক বৃন্তে তিনটী গোলাপ		...	৩৬
কোন্ ছবি লাগে সে ছবি কাছে		...	৩৭
একটী ছবি	...	...	৪০
শকুন্তলার-পতি গৃহে গমন		...	৪২
৺ মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু-উপ[illegible]ক্ষে			৪৬
নলিনীর প্রতি	...	...	৪৭

INSECT DAMAGE

JOGESCHANDER ROY
BHAGULPUR

বিষয়			পৃষ্ঠা।
শরতের শশী	...	...	৪৯
শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্ত		...	৫১
দময়ন্তী	...	...	৫৬
সাবিত্রী	...	...	৬০
কে জানে তোমায় নাথ কত ভালবাসি		...	৬১
সীতা	...	...	৬২
দ্রৌপদী	...	...	৬৪
নলদময়ন্তী	...	...	৬৬
দময়ন্তী	...	...	৬৮
হংসি	...	...	৬৯
সীতা-বিরহে শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ		...	৭১
ষ্টার-থিয়েটারে নলদময়ন্তী-অভিনয়-দর্শনে			৭৪
একটী পাখী	...	...	৭৮
সোমের প্রতি তারা		...	৭৯
উপহার		...	৮১

INSECT DAMAGE

ভাব-বিকাশ।

(ঈশ্বর স্তোত্র।)

অনিত্য অসার এ সংসার ছার,
মায়া মুগ্ধ নর মোহ অন্ধকারে,
ঢাকারে সতত তাও কি জাননা ?
তবে কেন কর সুখের কামনা ?
ডাক সকাতরে করিয়ে মিনতি,
করুণা-নিধান অখিলের পতি,
অধম রসনা সে নাম ঘোষণা,
করিবারে পারে দিউন শকতি।

বিশ্ব চরাচর স্থাবর ভূধর,
জলধি আকাশ মরুত সমীর ;
দেবাসুর আদি গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
চন্দ্র সূর্য্য তারা নক্ষত্র নিকর,
যে নামে তাঁহার কম্পান্বিত হয় ;
সেই নাম আজি গাইতে আমায়,
দিউন শকতি সেই শক্তিময়।

[২]

সকাতরে হরি করিহে মিনতি,
যেন পাপ-পথে নাহি ধায় মতি।
প্রবল সংসার-তরঙ্গ-তুফানে,
পড়ি যেন নাহি ভুলি তোমা ধনে।
অগতির গতি বিপদ-ভঞ্জন,
দীন হীন গতি অধমতারণ।
দুর্দ্দান্ত দেহেতে দুষ্ট রিপুদল,
নিয়ত দেখায় কত ছল বল।

সে সকল হতে পাপ প্রলোভনে,
রেখ দূরে হরি এই দীন জনে;
ধর্ম্মপথে যেন সদা মতি রয়,
পাপছায়া যেন না পরশে কায়।
জীবনের সেই শেষ দিন হলে,
অন্তে দিও স্থান ও পদকমলে—
স্মরিতে স্মরিতে সেই হরিনাম,
দেহ হ'তে যেন মুক্ত হয় প্রাণ।

অজ্ঞানে বা জ্ঞানে যদি অপরাধ,
করে থাকি দেব নিকটে তোমার,
এই ভিক্ষা দেব তোমার সদন,
কোটী অপরাধ ক্ষমিও আমার;

[৩]

কৃপা ক'রে হরি এই দীন জনে,
বিতর করুণা জীবনে মরণে।

(ওরে ভ্রান্ত মত্ত মূঢ় মন)

ওরে ভ্রান্ত মত্ত মূঢ় মন!
ভুলি কেন সেই হরির চরণ,
বৃথা দিন যেতেছে তোমার?

ভাব না কি মনে একবার,
এ সংসার সকলি অসার,
ছায়াবাজিসম মিথ্যা ছার?

ধন জন জীবন যৌবন,
চিরদিন কেহই না রন,
কালে সব পাইবেক লয়।

পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু স্বামী,
কে আপন তব কেবা হও তুমি?
জলবিম্বসম কে কোথা যায়?

ভালবাসা স্নেহ প্রেম প্রীতি,
অনিত্য এ সব নহে নিত্য স্থিতি,
মায়াবশে আছ এ সবে ভুল।

[৪]

ক্ষণধ্বংসী এই অসার সংসার,
কেবা বল সুখী অজর অমর ?
বৃথা ভুলে আছ এ মায়াজালে।

লোভ মোহ আদি রিপুর পিপাসা,
যতই পিইবে মিটিবে না তৃষা,
জনমেও কভু মেটেনা জেন।

বাসনা কামনা কর পরিহার,
দূর কর মায়া কাট মোহ-জাল,
শ্রীহরি-চরণে লও শরণ।

কেন বৃথা ভ্রান্ত হয়ে মত্ত মন,
ভুলি কেন সেই হরির চরণ—
বৃথা এভবেতে ঘুরিয়া মর ?

এ ভব সংসার দুস্তর অপার,
হরিনাম লয়ে হও মন পার ;
নাম-মালা গাঁথি গলায় পর।

বিবেক বৈরাগ্য আর সাধু সঙ্গ,
কর সদা হরি নামের প্রসঙ্গ,
বিলম্ব করনা দিন ত গেল।

[৫]

পাবে শান্তি প্রাণে, যাবে শান্তিধামে ;
ঘুচিবে বেদনা শ্রীহরি স্মরণে ;
সুখে ভব-পারে যাইবে চল।

(বাঁশরী শ্রবণে।)

মধুর মধুর মোহন বাঁশরী,
যমুনা পুলিনে বাজিছে ওই।
কাঁপিতেছে হিয়া বাঁশরী শুনিয়া,
কেমনে পরাণে বাঁচি গো সই ?
রাধা রাধা স্বরে বাজিছে বাঁশরী,
কেমনে স্বজনী রহিব ঘরে ?
ধৈরজ ধরিতে না পারি চিতেতে,
বাঁশী শুনে প্রাণ কেমন করে !
নিঠুর নিপট সে শঠ কপট,
সময় অসময় নাহিক তার।
বাঁশী লয়ে করে রাধা রাধা স্বরে,
ডাকে সদা নাহি শরম তার।
গুরুজনা-মাঝে রহি গৃহকাজে,
কেমনে লো সই যাইব সেথা ?
কালাতরে সখি কুলমান গেল,
নাহি মানে প্রাণ কোন যে বাধা॥

তারে কি দোষিব কার দোষ দিব ?
প্রাণ বাঁধা তার প্রেমের ডোরে।
রাধিকা জীবন রাধাময় প্রাণ,
ক্ষণ আমাছাড়া থাকিতে নারে।
আহা শ্যাম নাম কি মধুর নাম !
নামে ঝরে সই কতই সুধা !
কানেতে পশিলে মরমে পরশে,
আকুল পরাণ হয় যে সদা।
লাজ কুলমান জীবন যৌবন,
সঁপিয়ে তাঁহার চরণে সখি।
যা ছিল রাধার দিয়াছে কালায়,
আর কিবা সই আছে লো বাকি ?
মধুর সে নাম জপিতে জপিতে,
অবশ হইল আমার প্রাণ।
কেমনেতে সই বল কুলে রই ?
রাখিব শরম ধরম মান ?
বাঁশরীর গানে স্থির নহে প্রাণ,
চল চল সই নিকুঞ্জে যাই।
রাধা রাধা স্বরে রাধিকা-মোহন,
কাঁদিছে কতই দেখিগে তাই।
হরিপদমধুপানে ভৃঙ্গবঁধু,
ঝঙ্কারিছে দেখ আকুল হয়ে ;

চুমি ফুলে ফুলে ভ্রমে কুতূহলে,
মধুপানমত্ত মধুপদলে।

(বিরহিণী)

(সখি) শ্যাম না আইল, রজনী পোহাল,
বিফলে যামিনী গেল।
(মোর) আঁধার পরাণ, শিথিল কবরী,
ফুলমালা শুখাইল।
(দেখ) কুমদিনী-নাথ, অস্তাচলগামী,
কুমুদিনী বিষাদিনী।
(ওই) পদ্মিনী-প্রাণেশ দিতেছেন দেখা,
প্রফুল্লা নলিনী ধনী।
(আহা) মধুর মধুর, প্রভাত-সমীরে,
কাঁপিছে মাধবী লতা।
(তার) ভ্রমর নাগর, না চায় ফিরিয়া,
দুঃখে নাহি কয় কথা।
(সখি) রজনীভূষণ, তারকা রতন,
ক্রমে ক্রমে লুকাইল।
(মোর) আঁধার হৃদয়, ধৈরজ না হয়,
কোথা সে নিঠুর কালো ?
(যদি) আসে সে নিঠুর, নিকুঞ্জ, মাঝারে,
পশিতে দিওনা তারে।

(মোর) মাথা খাও যদি কথা কও,
কিরা দিনু বারে বারে।

(ঝুলান পূর্ণিমা।)

চাঁদিনী রজনী, মধুর যামিনী,
বহিছে মলয় বায়।
কুসুমের কুল, ঘোমটা খুলিয়ে,
সুবাস ঢালিয়া দেয়॥
যমুনার জল, করি কল কল,
উজান বহিছে সুখে।
মধুকর দল, মদ টল টল,
চুম্বি ফুলে ফুলে ছুটে॥
মত্ত অলিকুল, হইয়া আকুল,
গুঞ্জরে কুসুম'পরে।
সুদূরে পাপিয়া, থাকিয়া থাকিয়া,
সুস্বর ছড়ায় ধীরে॥
কুহু কুহু বোলে, শ্যাম শাখা-কোলে,
ডাকিতেছে পিয়া প্রিয়া।
চকোরী চকোর, সুধাপানে ভোর,
ভ্রমে হরষিত হিয়া॥
মেদুল সমীরে, লতিকা শিহরে,
জড়ায় তরুর গায়।

বঁধুর আদরে, দুলে ধীরে ধীরে,
শরমে জড়িত কায়॥
শারদ যামিনী, রজত মেদিনী,
হাসিছে শরদ চাঁদ।
কুমুদী প্রমোদি, হরষিত হৃদি,
পেতেছে প্রেমের ফাদ॥
কদম্বের শাখে, নব অনুরাগে,
ঝুলায়ে ঝুলানী দোলা।
আনন্দ উল্লাসে, ঝুলিছে হরষে,
যতেক ব্রজের বালা॥
হিন্দোলা উপরে, সুখে গান করে,
হরিপ্রেমে মাতোয়ারা।
হরিগুণগানে, হরিসুধাপানে,
গোপবালা আত্মহারা॥
কুসুম ভূষণে, সেজেছে যতনে,
যতেক ব্রজের নারী।
নব নব ভূষা, পরেছে সোহাগে,
যত ব্রজ-সহচরী॥
নিকুঞ্জ কানন, সাজায় যতনে,
যত ব্রজগোপীগণ।
ফুলের বিছানা, করিছে রচনা,
পরিপাটী সুশোভন॥

চারু ফুলহার, গাঁথি মনোহর,
যুগলকিশোর শ্যামে।
সাজায় যতনে, গোপবালাগণে,
প্রেম পুলকিত মনে ॥
হরি হরি বলে, দিয়ে করতালি,
যতেক ব্রজের বালা।
রাধা শ্যামে সুখে, বসায়ে ঝুলানে,
হরিপ্রেমে বিহ্বলা ॥

(তুমিই সে সব)

তুমিই সংসার-মাঝে আশার তরণী,
তুমিই জীবনাকাশে ধ্রুবতারা প্রায়।
তোমা ছাড়া কিবা সুখ আছে এজগতে,
তুমিই মরুভূমে সরসীর প্রায় ॥

তুমিই বসন্তানীল কুসুম-সুবাস,
কুসুমের পরিমল কোকিল-সুভাষ।
এ জগতে আছে প্রিয়া যা কিছু অতুল,
তুমিই সে চারুময় মনোহর ফুল ॥

জীবন-সরসে তুমি সোনার নলিনী
আঁধার নিশীথে তুমি শরদ চন্দ্রমা।

সংসার-মরুতে তুমি শান্তি-প্রদায়িণী।
হৃদয়ে বরিষ মোর মধুর জোছনা ॥

কি বলে আদর করি তোমা সমধনে,
কোথা রেখে সুখী হব তাওত জানিনে।
এস প্রিয়ে বিধুমুখি হৃদয়েতে রাখি,
নয়ন প্রহরী করে দিবানিশি দেখি ॥

(কোকিল)

(অনুসন্ধানের গদ্য প্রবন্ধ হইতে অনুবাদিত।)

মধুর নবীন বসন্ত উদয়ে,
বসি সুখে শ্যাম সহকার'পরে,
নব বিকচিত পল্লব মাঝারে।
ডাকে পিকবর কুহু কুহু স্বরে।

সুদূরে সে ধ্বনি হয় প্রতিধ্বনি,
ছাইয়া আকাশ ছাইয়া অবনী,
সেই কুহুতান অমিয় মাখান,
সে মধুর তানে কাঁপে ত্রিভুবন।

কৈ পিকবর তব কুহুতানে,
বিরহিণী আঁখি ঝরেনাক কেনে ?

নাহি দহে হিয়া কাঁদেনা পরাণ,
তবে কেন আর মিছা কুহুতান ?

যেই কুহুতানে রাধা কমলিনী,
বিরহ-বিধুরা প্রেম-পিপাসিনী,
নিবিড় গভীর তমালের বনে,
ভ্রমিতেন একা শ্যাম-অন্বেষণে।

যেই কুহুতানে গোপিনী সকলে,
শ্যাম-প্রেম-স্রোতে দিত প্রাণ ঢেলে,
লাজকুলমানে দিয়ে সবে কালী,
হেরিবারে যেত সেই বনমালী।

যেই কুহুতানে উদাস পরাণ,
যমুনার জল বহিত উজান,
সেই কুহুতানে নিকুঞ্জ-মাঝার,
ভ্রমর ভ্রমরী করিত ঝঙ্কার।

যেই কুহুতানে দুঃষ্মন্ত রাজন,
প্রিয়ার বিরহে অশ্রু বিসর্জ্জন,
করেছিল স্মরি শৈবাল শয্যায়,
সুশীতল ক'রে সন্তপ্ত হৃদয়।

যেই কুহুতানে বিমুগ্ধ হৃদয়,
জয়দেব কবি পীযূষ ধারায়,
রাধাকৃষ্ণ প্রেম অতুলিত ছবি,
চিত্রিয়া ছিলেন চারু তুলিকায় !

গিয়াছে সে দিন তব পিকবর,
বৃথা বিড়ম্বনা এই কুহুস্বর,
ভাঙ্গিয়াছে পিক্ তোমার গুমান,
মিছে কেন আর এই কুহুতান।

এবে পিকবর তব কুহুতান,
বিরহী হিয়ায় নাহি বিঁধে বাণ,
ঘুচিয়াছে পিক তোমার আদর,
তবে কেন বৃথা এই কুহুস্বর ?

সভ্যতা আলোকে এবে আলোকিত,
সুসভ্য ভারত এবে সুশোভিত,
কুহুস্বরে আর পরাণ কাঁদেনা,
আর কুহুতান সাজেনা সাজেনা।

এবে বঙ্গনারী শিক্ষিতা হৃদয়,
তব কুহুতানে পশেনা হিয়ায়,
ন্যায় দর্শনেতে মোহিত পরাণ,
কোথায় পশিবে তব কুহুতান ?

বিদায় এখন হও তুমি পিক্ !
তোমার জীবনে এবে ধিক্ ধিক্ !
কুরূপ আকার তুমি পিকবর।
রূপহীন বল কে করে আদর ?
হেতা হতে তুমি সত্বরই থাকিবে,
ঘুচিয়া গিয়াছে গৌরব তোমার।

গিয়াছে সেদিন গুণের আদর,
ছিল হে হেথায় ওহে পিকবর,
কবির উদ্যানে তোমার সোহাগ,
যবে ছিল ওহে নব নব ভাব।

(মহাশ্বেতা।)

জন্মভূমি গদ্য প্রবন্ধ হইতে অনুবাদ।

নির্ম্মল অচ্ছোদ তীর স্মৃতির মাঝারে,
উঠিল জাগিয়া আজি হিয়ার ভিতর,
বিমল কৌমুদী নিশা অমিয়া বিতরে,
ধীরে ধীরে বহিতেছে মধুর সমীর।

সুনীল সরসী বুকে নাচিয়া নাচিয়া,
চঞ্চল লহরী গুলি হেলিছে খেলিছে,
মধুর মলয়ে ধিরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
ফুল্ল ফুলদলে তরু কেমন শোভিছে।

মধুর রজত মাখা চাঁদের কিরণে,
পরেছে প্রকৃতি সতী কৌমুদী বসন,
নিদ্রিত জগৎ-জীব নীরব এস্থানে,
ধীরে শুধু মৃদু বায়ু করে সঞ্চরণ।

মধুর সে মধুমাস কোকিল কুহরে,
নির্ম্মল সরসী-মাঝে বিকাশে কমল,
কুসুমিত তরুরাজী প্রসূন বিতরে,
সহকার ক্রোড়ে লতা দুলিছে কেবল।

পিকপ্রিয়া পঞ্চমেতে গাইছে মধুর,
শ্যাম সহকার পরে শাখায় শাখায় ;
আকুল ভ্রমরাকুল করিয়ে ঝঙ্কার,
গুঞ্জরিয়া ফুলে ফুলে চুমিয়া বেড়ায়।

পুষ্পিত অশোকতরু চারু পত্র ফুলে,
চারিদিকে বিহগের মধুর কূজন।
কুমুদ কহ্লার ফুটে সরসীর জলে,
প্রফুল্লিত পশুপক্ষী মানব জীবন।

এ হেন সময় এক কিশোরী বালিকা,
মাতৃসহ স্নান তরে করে আগমন।
লাবণ্য প্রতিমা বালা সোণার লতিকা ;
প্রতি পদক্ষেপে করে রূপ বিকীরণ।

অতুল সৌন্দর্য্য বালা দেববালা সম,
রূপের প্রভায় স্থান করিল উজলা,
কোকিলের কুহুস্বর অলির গুঞ্জন,
মিলিয়া সে রূপছটা দ্বিগুণ বাড়িল।

কলিকা কিশোরী বালা অর্দ্ধ মুকুলিত,
সুনীল কমল আঁখি ভাসিছে বদনে,
সুচারু ললাটতল চন্দ্রমা নিন্দিত,
সুচাঁচর কেশরাজী গুল্‌ফ চুম্বনে।

মধুর সে মধুমাস সেজেছে মধুর,
হেরিয়া বালার চিত হইল বিহ্বল,
বিস্ফারিত নেত্রে হেরে শোভা প্রকৃতির,
ফুল্লমনে নৃপবালা ভ্রমিছে সে স্থল।

স্বর্গীয় সুরভ যেন সহসা বহিল,
আমোদিত গন্ধে দিশী পূরিল সুরভে।
মকরন্দ গন্ধে যথা ধায় অলিদল,
মহাশ্বেতা মনঃঅলি ধাইল সে দিকে।

দেখেন অদূরে দুই যুবক রতন,
দেবতুল্য রূপে যেন রতিপতি সম,
ধীরে সরোবর-কূলে করে আগমন,
প্রথম সে যুবা-কর্ণে সুরভী কুসুম।

অতুল সে রূপ তাঁর নাহি কহা যায়,
অনুপম সে গঠন না হয় তুলন,
সখাসহ সে যুবক চন্দ্রমার ন্যায়,
কিম্বা বসন্তের সহ আসীন মদন।

অপূর্ব্ব তাঁহার কর্ণে কুসুমমঞ্জরী,
সৌরভে আকুল দিশী আকুল পরাণ,
নন্দন দেবতা দত্ত পারিজাত হেরি,
কুসুম সুরভে মুগ্ধ বালিকার প্রাণ।

পুণ্ডরীক নাম তাঁর মহর্ষি-তনয়,—
পদ্মে জন্ম বলি নাম রাখে মুনিবর ;
কপিঞ্জল সখা তাঁর অভিন্ন হৃদয়,
মদনের সখা যথা মধুসহচর।

অতৃপ্ত লোচনে বালা হেরে যুবকেরে,
মুগ্ধপ্রাণ চিত্তহারা আঁখি না ফিরায়,
যুবকের দেব-ছবি আঁকিয়া হৃদয়ে,
স্বর্গীয় কুসুম পানে বার বার চায়।

নির্ব্বিকার চিত্ত বালা সরল হৃদয়,
নির্ম্মল সরসীসম সে প্রাণ অমল,
আজি এ মধুর মাসে মধুর সময়,
যুবকের চারু মূর্ত্তি হৃদয়ে বিঁধিল।

মুহূর্ত্তেক মাঝে সেই কোমল হৃদয়ে,
সে মধুর প্রেমমূর্ত্তি হইল অঙ্কিত,
অজ্ঞাতে সে চিত্তখানি যুবকের পদে,
সমর্পিল যেন হ'য়ে আপনা বিস্মৃত।

স্পন্দন বিহীন নেত্রে নৃপের কুমারী,
বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে আত্মহারা প্রায়,
চঞ্চল সলাজ নেত্রে বার বার হেরি,
অতৃপ্ত লোচনে তবু হেরিবারে চায়।

চারি চক্ষু সম্মিলনে দুজনার প্রাণ,
দুইজনে দোঁহাকারে করে আকর্ষণ,
দুইজনই মুগ্ধচিত্তে দোঁহার পরাণ,
অজ্ঞাতেতে উভয়েরে করিলেন দান।

উপজিল প্রেম অনুরাগ যুবা-মনে,
কিশোরীর পদে প্রাণ যুবক সঁপিল,
নব ভাব পরিপূর্ণ হইয়া পরাণে
লাবণ্যপ্রতিমা ছবি হৃদয়ে স্থাপিল।

সহসা সাহসে হিয়া বাঁধি কহে বালা,
ধীরে সুমধুর স্বরে বীণাধ্বনিসম,
সপ্রণমি কপিঞ্জলে কহে নৃপবালা,
কহ মহাত্মন্! হয় ইহাঁর কি নাম?

কোন মুনিবর সুত, কোথায় নিবাস?
অপূর্ব্ব কুসুম এই দেখি কর্ণমূলে,
যাহার সৌরভে দিক হয়েছে সুবাস্,
কোন স্থানে মহাত্মন্! এ কুসুম মিলে?

শুনিয়া বালার সেই মধুর বচন,
বুঝিতে পারিল সেই চতুর সুজন;
ধীরে ধীরে কহিলেন সখা পরিচয়,
বুঝিয়া দোঁহার যেই প্রেম উপজয়।

সহাস্য বদনে তবে সুমধুর স্বনে,
কহিলেন পুণ্ডরীক, অলো মনোরমে!
যদি অভিলাষ হয় লহ এ কুসুম,
তব যোগ্য হয় ইহা সুন্দর ভূষণ।

নিজ কর্ণ হতে খুলি কুসুম ভূষণ,
বালার সে চারু কর্ণে দেন পরাইয়া,
স্বেদসিক্ত কলেবর কম্পিত হৃদয়,
সুকোমল গণ্ড স্পর্শে শিহরিল কায়।

আত্মহারা হয়ে যুবা বালার বদনে,
রূপসুধাপানে চিত্ত হইল বিহ্বল,
অক্ষমালা হস্তচ্যুত হইল সেক্ষণে,
নবীন প্রণয়ী হৃদে চেতনা না ছিল।

বালার সঙ্গিনী আসি এমত সময়,
কহিল গো রাজবালা চলহ গৃহেতে,
মাতৃ-আজ্ঞা চল ত্বরা বিলম্ব না সয়,
তব লাগি রাজমাতা ব্যাকুল সেথাতে।

সখি বাক্যে বিষাদিত মলিন বয়ানে,
সদুঃখিত চিত্তে বালা করিল পয়ান,
কিছুদূর গিয়া তাঁর পশিল শ্রবণে,
যুবকের সহচর করিছে ভৎর্সন।

একি সখা হেরি তব ইন্দ্রিয়-বিকার!
ধৈর্য্য সহ সহিষ্ণুতা কোথায় লুকাল?
সাগরের সম হৃদি গম্ভীর তোমার,
কি কারণে তায় আজি তরঙ্গ উঠিল?

বিনয়ী স্বভাব তুমি শীলতা আধার,
জিতেন্দ্রিয় লজ্জাশীল তপঃপরায়ণ,
কি কারণে বিচলিত সে হৃদি তোমার?
বুঝিনু দুরাত্মা কামে সবি সম্ভবন।

সখাবাক্যে সলজ্জিত যুবক তখন,
কহে সখা অন্য ভাব নাহি লও মনে।
ভ্রম ক্রমে ওই বালা চপলা প্রকৃতি,
লয়ে গেছে অক্ষমালা আনিব এক্ষণে।

ত্বরাপদে গিয়া যুবা মধুর বচনে,
কহিলেন মনোরমে অক্ষমালা মম;
যথা ইচ্ছা দিয়া সুখে যাও নিকেতনে,
মোরা বনবাসী সার এই মাত্র ধন।

চারি চক্ষু সম্মীলিত মুহূর্ত্তের তরে,
আবার প্রণয়ী যুগ হৃদয় মিলন।
আত্মহারা হয়ে বালা তাঁহার প্রণয়ে,
একাবলী হার দিল করিয়া মোচন।

(যাতনার নাহি অবসান।)

দিনে দিনে দিন হয় গত,
যাতনার নাহি অবসান;
হৃদয়ের স্তরে স্তরে পুড়ি,
ছার খার হইল পরাণ।

সহেনাক এ দারুণ জ্বালা,
প্রিয়ার সে অনন্ত বিচ্ছেদ,
দেখাবার হলে দেখাতাম
হৃদি চিরে, না রহিত খেদ।

সর্ব্বনাশী স্মৃতি পিশাচিনী,
সেই স্মৃতি সদা মনে তোলে,

আত্মহারা হ'য়ে আমি কাঁদি,
একাকী যে ভাসি অশ্রুজলে।

যতদিন রবে এ পরাণ,
ভুলিতে কি পারিব তাহারে ?
মনে হলে ফেটে যায় বুক,
যেবা দুখ কহিব কাহারে ?

গুম্‌রিয়া কাঁদি মনে মনে,
ভাবি সেই স্বরগের ছবি,
কত গুণ ছিল কব কারে ?
মরি যেন স্বরগের দেবী !

কোথা গেলে স্নেহের ব্রততী,
ছিন্ন করি প্রেমের বন্ধন ?
অভাগারে দারুণ বিরহে,
ফেলে গেলে শান্তি নিকেতন !

স্মরিলে সে গুণরাশি তার,
অনিবার ভাসি অশ্রুজলে !
হায় প্রিয়া প্রেমের পুতলি,
অভাগারে ছেড়ে কোথা গেলে ?

শীত গ্রীষ্ম বসন্ত শরৎ,
সকলি যে তাহার বিরহে,

এক ভাবে যাইছে কাটিয়া,
শান্তি সুখ আর কি আসিবে ?

ছিল তার নিঃস্বার্থ প্রণয়
মোর সুখে হইত পাগল,
নাহি ছিল মান অভিমান,
জানিতনা কভু কোন ছল !

এইত সে শারদ যামিনী,
হাসিতেছে শরতের চাঁদ,
সেই মুখ না দেখিয়া আর,
চাঁদ হেরি নাহি হয় সাধ।

ঘন ঘন গভীর গরজে,
ভীম রবে নাদে কাদম্বিনী ;
ক্ষণে ক্ষণে চমকে চপলা,
মনে হয় সেই মুখ খানি।

মধু মধু মলয়ার বায়,
যবে লতা তরুবর কোলে,
দুলে দুলে সুখে ভেসে যায়,
পোড়া প্রাণ অগ্নি উথলে !

কুহুরবে যবে পিকবর,
গায় গান সহকার পরে,

তোমারি সে মধুময় স্বর,
ঢালে যেন শ্রবণ-বিবরে।

বিকসিত কুসুমের দলে,
অলিকুল করিলে ঝঙ্কার,
অচেতন হয়ে আমি হেরি,
সেই দিন গেছেরে আমার।

তোমা বিনা গিয়াছে সকলি,
শূন্য-প্রাণ আছি মাত্র প্রাণে,
যত দিন রহিব কাঁদিব,
দিবানিশি বসিয়া বিজনে।

(পত্নী বিয়োগে।)

কি করি কোথায় যাই উদাস পরাণ ?
সদা ব্যাকুলিত প্রাণ, স্থির নহে একক্ষণ,
শূন্যময় সব হেরি আঁধার ভুবন।

সদা হু হু করে প্রাণ পাগলের প্রায়,
মর্ম্মে মর্ম্মে বিধি বাণ, প্রাণ করে আন চান,
কি করি কোথায় গিয়া জীবন জুড়াই ?

সেই আমি এখনত সেইত সকলি,
সেই প্রাণ সেই মন, আমিওত সেই জন,
সেই সুখ শান্তি হায় কোথা গেল চলি ?

সেই স্বর্ণকান্তি প্রিয়া মোহিনী প্রতিমা,
যতদিন ছিল ঘরে, দুঃখের পরশ মোরে,
মুহূর্ত্তের তরে হায় কভু ছুঁইত না।

কত সাধ কত আশা দুজনার প্রাণে,
ছিলরে নিদয় কাল, সাধিতে না দিল কাল,
অকালে হরিয়া মোর সেই প্রিয়াধনে।

লক্ষ্মীরূপা প্রিয়া মোর গুণের আধার,
এখন আঁখির মাঝে, সেই ছবি জাগিতেছে,
সেই যেন পিছে পিছে বেড়ায় আমার।

এখনও মনে হয় স্বপনের সম,
সেই বাড়ী সেই ঘর, সেই প্রিয়া আছে মোর,
জনমের মত গেছে একি ভ্রান্তি মম !

(হায়) ভ্রান্তি যদি, কোথা সেই স্নেহের লতিকা ?
কোথা গেল ত্যজি মোরে জীবন আঁধার করে ?
কেমনে এ শূন্য প্রাণে রহিব বাঁচিয়া ?

সুবর্ণ প্রতিমা সে কি ভুলিবার ধন,
এ পরাণ কভু কিরে তারে কি ভুলিতে পারে ?
অনন্ত গুনের খনি রমণী রতন।

নিদারুণ পুত্র শোক সহিবে না বলে,
এ সংসার তেয়াগিয়া পুত্র রত্নে ক্রোড়ে লয়ে,
অনন্ত কালের মত নয়ন মুদিলে।

স্বরগের দেবী তুমি স্বরগেতে গিয়াছ,
দারুণ বিরহানলে, জ্বালাইতে অভাগারে,
নিশি দিন কাঁদিবারে বুঝি মোরে রেখেছ।

যত দিন রহিব এ মরত মাঝারে,
করিয়া তাহার ধ্যান, কাটাইব নিশিদিন,
প্রতিষ্ঠিয়া সেই মূর্ত্তি হৃদয় মন্দিরে।

আমি সেই প্রেমমূর্ত্তি মুছিয়া হৃদয় মন্দিরে,
আবার স্থাপিব কারে, মনে হলে আঁখি ঝরে,
মূঢ় পাপী মন মোর, বুঝিতে না পারে।

না না সেই প্রিয়তমে, ভুলিতে যে নারিব,
বরঞ্চ অনন্তকাল তাহার বিরহানল,
জ্বলিয়া পুড়িয়া তবু সেই স্মৃতি ভাবিব।

(আমি) দৃঢ় চিত্তে সেই ছবি হৃদয় মন্দিরে,
পূজিব যতনে রাখি, তাতে মন রবে সুখী,
সেই সিংহাসনে স্থান দিব না কাহারে।

নীরবে তাহারে ভাবি যাপিব জীবন!
নীরবে করিবে আঁখি, নীরবে একাই কাঁদি,
নীরবেতে অশ্রুধারা করিব মোচন।

তথাপি তাহার ঋণ শোধিতে নারিব,
কত যে বাসিত ভাল, সকলি ফুরায়ে গেল,
অনন্ত জীবন সুধু, সেই স্মৃতি ভাবিব।

(শ্রীরাধার খেদ।)

সুখদ চাঁদনী রাতে, বসি সই এই ছাদে,
কত কথা মনে পড়ে, কি আর বলিব।
মুহু মুহু কুহু ডাকে, প্রাণ দগ্ধ হতে থাকে,
আর জ্বালা কতবা সহিব ?

রজত কৌমুদী মাখা, চাঁদের কিরণে ঢাকা,
মরি কিবা সেজেছে সুন্দর।
প্রকৃতি সুন্দরী যেন, ভুলাইতে প্রাণধন,
নব বেশে হাসে মনোহর॥

আনন্দে কুসুম কলি, হাসিয়ে পড়িছে ঢলি,
খুলে সখি ঘোমটা আপন।
চকোর চকোরীসনে, শূন্য প্রেম আলাপনে,
সুধাপানে আছে তৃপ্তকর॥

কালার বিরহে মোর, হিয়া সই জর জর,
কি যে করি উপায় বিধান।
এ হেন সময় সই, বঁধু বিনা বাঁচি কই,
কেমনেতে ধরিলো পরাণ।

সদা হিয়া দগ্ধ হয়, ধৈরজ না ধরা যায়,
পোড়া আঁখি মানে না বারণ॥
ত্যজিয়ে মোদের হরি, গেছে যবে সহচরী
শূন্য করি এ ব্রজ ভুবন।
শূন্য প্রাণ গোপীকার, কি সম্বল আছে আর,
সার মাত্র এখন রোদন।

(বর্ষার তরঙ্গিণী।)

সরস বরষা পেয়ে,
তরঙ্গিণী উছলিয়ে,
পূর্ণা হয়ে কুলে কুলে,
কুলুস্বরে ছুটিছে।

নবীন যৌবনা সতী,
যেন ওই ভাগিরথী,
নব প্রেমামদে মাতি,
নাথ পাশে ধাইছে।

আস্ফালি গরব ভরে,
তটরাজি ধৌত করে,
উছলি তরঙ্গ দল,
জলরাশি মথিছে।

বিশাল জঘনা নদী,
মরি কিবা ভাগিরথী,
কুলু কুলু স্বরে ওই,
সাগরেতে ছুটিছে।

প্রসন্ন সলিলা ওই,
জাহ্নবী পবিত্রময়ী,
তোমার পরশে জীব,
পাপ মুক্ত হয়।

শতিত পাবনী নাম,
পতিতেরে কর ত্রান,
আগম পুরাণ বেদে,
ইহা উক্ত হয়,

তোমায় জটায় ধরি,
গঙ্গাধর নাম ধরি,
হয়েছেন ব্যোম কেশ,
অখিলের স্বামী।

অধম অজ্ঞান আমি,
স্তব স্তুতি নাহি জানি,
পদ ছায়া দিও মাগো,
অন্তেতে তারিণী।

প্রকৃতির লীলা ভূমি,
রমণীয় তট শ্রেণী,
শ্যামল তৃণের দলে,
কিবা শোভা পেতেছে।

অদূরে নীলিমাময়,
গিরিশ্রেণী দেখাযায়,
আলেখ্য সমান চেন,
নদী হৃদে পড়েছে।

তার মাঝে ভাগিরথী,
সুচির যৌবনা সতী,
প্রবল তরঙ্গ মাখি,
কুলুস্বরে ছুটিছে।

আহা কি সুন্দর স্থান,
হেরে মুগ্ধ হয় প্রাণ,
কষ্ট হারিণী যে নাম,
অমূলক নয়।

বারেক এখানে এলে,
শোক তাপ যায় দূরে,
মুহূর্ত্তেকে সব ভুলে,
যায় এ হৃদয়।

ভাগিরথী তটোপর,
মরি কিবা মনোহর,
দেবতা মন্দির গুলি,
ঘাট আলো করে।

মৃদঙ্গ মধুর তালে,
শঙ্খ ঘণ্টা ঘোর রোলে,
মধুর বাদিত্র বাজে,
সুমধুর স্বরে।

ভক্তগণ প্রেম গানে,
সবে উল্লসিত প্রাণে,
সমস্বরে গায় সবে,
রামগুণ গান।

তীর্থবাসী সাধুজন,
বসি তটে অনুক্ষণ,
ভজন সাধনে রত,
সুপবিত্র মন।

ভাগিরথী আলো করি,
শতেক নাগরী নারী,
স্নান ক্রীড়া করিতেছে,
নির্ভয় হৃদয়ে।

বিচিত্র ঘাঘরী পরা,
উরসে কাঁচলী ঘেরা,
চতুর পবনে দেয়,
ওড়না উড়ায়ে।

মুখে টিপি টিপি হাসি,
আঁখির অঞ্জন মিসি,
মধুর ঘুঙ্ঘুর বাজে,
চরণ যুগলে।

পৃষ্ঠে বিলম্বিতা বেণী,
যেন মরি কাল ফণী,
এলায়ে পড়েছে কিবা,
গুল্‌ফের পরে।

যমুনার জলে যথা,
সখি সহ ভানুসুতা,
জল কেলি করিতেন,
কৃষ্ণ কমলিনী।

হেরিয়া এদের মনে,
সেই স্মৃতি জাগে প্রাণে,
জল ক্রীড়া করে যত।
(মদন মোহিনী।

(শিশুর প্রতি সোহাগ।)

প্রভাতের গোলাপের মত,
নিরমল ওই চাঁদ মুখ,
যত হেরি হৃদয় জুড়ায়,
ভুলে যাই সহস্রেক দুঃখ।

নবস্ফুট মল্লিকার বাস,
পাই আমি তোর চন্দ্রাননে,
উথলিয়া উঠে মোর প্রাণ,
চুম্বি আমি আকুলিত প্রাণে।

শরতের সুধাংশু কিরণ,
নিরখিরে তোর ও তনুতে,
বসন্তের মলয় পবন,
বহে যেন তোর নিঃশ্বাসেতে।

মধুমাখা মা মা বুলি তোর,
আধ আধ অমিয়া মাখান,

হৃদে দেয় অমিয় ঢালিয়া,
সুধা ধারা বরষে শ্রবণ।

মধুসখা কোকিলের স্বর,
শুনি যাদু তোর ও কণ্ঠেতে,
মোর প্রাণে অমিয় লহর,
বহে যেন শিরাতে শিরাতে।

সংসারের দুঃখ জ্বালা যত,
সকলি রে যাই যে ভুলিয়া,
ও মধুর মা মা বোল শুনি,
সব দুঃখ যাই পাসরিয়া।

নবনীত সম সুকোমল,
বাহু তোর মৃণালের সম,
ছুটি এসে আমার গলায়,
ধর যবে ওরে বাপ ধন।

ভুলে যাই সকল যাতনা,
হাসি দেখে তোমার অধরে,
ভুলি আমি সকল বেদনা,
স্বর্গ সুখ লভি যেন ওরে।

(সখি বিয়োগে।)

দুঃখময় এ সংসার হইতে বিদায়,
লয়েছে বিশ্রাম মাগি শুনিলাম যবে সখি,
কি যে মর্ম্মভেদী দুঃখ পশিল আমায়!
সংসার বিষের জ্বালা পেয়ে সই ঝালা পালা,
জুড়াবারে গিয়াছ কি শান্তির আলয়?
স্মরিলে তোমার গুণ হৃদি বিদরয়।
আহা মরি তুমি সই সোণার প্রতিমা,
মূর্ত্তিমতী সরলতা সর্ব্বগুণে বিভূষিতা,
ভূতলে অতুলা নারীকুলের গরিমা,
তোমার সে চারুছবি নয়ন আনন্দদায়ী,
এ জনমে আর হায় দেখিতে পাবনা!
বসন্ত কোকিলাসম তোমার সুস্বর,
সেই কথা গুলি সই এবে কানে বাজে ওই,
শুনিবনা আর তাহা জুড়ায়ে অন্তর,
সেই স্নেহ সম্ভাষণ কেমনে ভুলিবে মন?
কেমনে সে মুখ ভুলি রহিব আবার?
তরুণ বয়সে সই বিদায় লইলে,
কোন সাধ না মিটিল কোন আশা না পূরিল,
তুমি সখি স্বর্ণলতা অকালে শুকালে,
অপাত্র অনলে পড়ে চির দিন জ্বলি পুড়ে,
নবীন যৌবনে তুমি জীবন ত্যজিলে।

ছাড়ি গেলে আমাদের জনমের তরে,
আর সে মধুর কথা শ্লোক গীত চারু গাঁথা,
ফুরাল সে হাসি হায় মধুর অধরে।
মনসাধ মনে রল কোন আশা না মিটিল,
ফুটিতে কুসুম কেন পড়িল রে ঝরে ?
যাও সখি যাও যাও সে অনন্ত ধামে,
রোগ শোক চিন্তা নাহি প্রেমে স্বার্থ নাই ভাই,
ভাল বাসা বিষফল নাহি ত সেখানে,
অনন্ত সুখের ধাম অনন্ত প্রেমের স্থান,
চির শান্তি চির প্রেম পাবে সেই স্থানে।

(এক বৃন্তে তিনটী গোলাপ।)

মনোহর এক বৃন্তে তিনটী গোলাপ,
মরি কিবা নয়নরঞ্জন!
সুবাসেতে কেড়ে লয় মানবের প্রাণ
রূপে হরে লইল রে মন!
মধুর মাধুরী আহা হেরি যত বার,
আঁখি আর ফিরান না যায়;
মনপ্রাণ গোলাপের রূপেতে মজিয়া,
আর কিছু হেরিতে না চায়।
এ হেন গোলাপ কেন কণ্টকিল তায়,
বল দেখি কেবা এ রচিল ?

এমন সুন্দর ফুল মানসমোহন রে,
তায় বিধি কাঁটা কেন দিল ?
কে জানে এমন কেন বিধির বিধান রে ?
সরসীতে সোনার নলিনী,
ফুটিয়া করেছে আলো নিজ রূপে ঢল ঢল,
কিন্তু কাঁটা ঘেরা মৃণালিনী!
ওই যে মেঘের কোলে দামিনী রূপসী রে,
রূপে ঝলসিছে ত্রিভুবন।
বিষম অশনীনাদ চপলা হইতে রে
কেন বিধি করিল সৃজন।
জগতের সার সই প্রণয়-রতন রে,
কি অমূল্য কহা নাহি যায়।
দারুণ বিরহ যদি না হ'ত সৃজন রে,
হ'ত তবে কিবা সুধাময়!

(কোন্ ছবি লাগে সে ছবি কাছে।)

প্রভাত-গগনে,
বালার্ক-কিরণে,
তরুণ তপন,
যখন উঠে।

মেদুল মলয়,
ধিরি ধিরি বয়,
কুসুম-ললনা,
যখন ফুটে।

পিক বধু যবে,
কুহু কুহু রবে,
পঞ্চমেতে গায়,
ছড়ায়ে মধু।

কৌমুদী রজনী,
রজত যামিনী,
হাসে যবে সই,
কুমদী বঁধু।

প্রফুল্ল বকুলে,
মত্ত অলিকুলে,
ঝঙ্কারে যখন,
আকুল হয়ে।

মধু মধু মাসে,
মলয় বাতাসে,
তার তরে প্রাণ,
কাঁদিয়ে উঠে।

শীতল সমীরে,
জাহ্নবীর তীরে,
কৌমুদ্দি কিরণে,
হৃদয় মাঝে।

তার সেই কথা,
সেই সুধা গাঁথা,
প্রাণের ভিতর,
জাগিয়ে আছে।

বিমল সলিলে,
মৃণালিনী দলে,
সেই মুখ ছবি,
দেখিতে পাই।

হরিণী নয়নে,
খঞ্জন লোচনে,
সে চকিত দৃষ্টে,
নিরখি তাই।

মরমের মাঝে,
সতত বিরাজে,
প্রেমের প্রতিমা,
স্নেহের খনি।

জগতের সার,
সে যে রে আমার,
রমণীর সার,
রমণীমণি।

অতুল অমুল,
মনোরম ফুল,
যাহা কিছু আছে,
জগত মাঝে।

তাহার তুলনা,
মিলে না মিলে না,
কোন ছবি লাগে
সে ছবি কাছে!

(একটী ছবি।)

প্রভাতের কালে মেদুল অনিলে,
বেড়াতে ছিলাম আপন মনে।
প্রকৃতির শোভা হেরে মনোলোভা,
পাসরি আছিনু সকল জনে।
আহা কি সুন্দর মুনি মনোহর,
কুসুম কাননে ফুটেছে ফুল।
তাহার সৌরভে মধুকর লোভে,
ভ্রমে চারিদিকে আপনা ভুল।

ফুল ফুলেশ্বরী গোলাপ-সুন্দরী,
মৃদুল সমীরে দুলিছে ধীরে।
সঙ্কেতে যেন রে ডাকিছে অলিরে,
মধুকর মধু তোমার তরে।
যুথিকার-দাম কিবা চারুকাম,
মুখে হাস নব যৌবন ভরে।
যেন বালিকা যুবতি সরলা প্রকৃতি,
অলিরে তুষিতে সরমে মরে।
প্রফুল্ল মল্লিকা রূপের কলিকা,
মধুভরা দেহ বিভোর মদে।
মত্ত অলিগনে প্রেম-আলাপনে,
ভুলায়ে রেখেছ প্রেমের ফাঁদে।
কিবা মনোরম কুসুমকানন,
হেরিলে নয়ন ভুলিয়া যায়।
সুখ-সরোবরে দিন-কর করে,
নলিনী হাসিছে আ'মরি হায়।
শ্যাম ধরাতলে শ্যাম তৃণদলে,
কুসুম-ভূষণ তরুর শিরে।
পিক কুহুরবে কূজনে নীরবে,
বসিয়া বিজনে মধুর স্বরে।
একটী বালিকা রূপের কলিকা,
এমত সময় দাঁড়াল আসি।

বকুলের মালা গাঁথিতেছে বালা,
অধরে তাহার মধুর হাসি।

প্রথম সর্গ।

(শকুন্তলার পতি গৃহে গমন।)

আজি সখি শকুন্তলা যাবে পতি গৃহে,
তাহাতে হৃদয় কাঁদে।
নারি করিতে বারণ নয়ন জলেরে,
সেও নাহি মানা বাধে।
সখি আলো অনুসূয়ে চল ত্বরাপদে,
কুটীর মাঝারে যাই।
দেখ তরুণ তপন উঠেছে গগনে
মধুর কিরণ ছাই।
সখি এ শুভ সংবাদে সানন্দিত মন,
তবু কেন হিয়া কাঁদে।
আজি প্রাণাধিকা সই ত্যজিয়া মোদের,
পতির নিকটে যাবে।
ভাল আমাদের দুঃখ থাকুক মোদের,
সে দুঃখিনী র'ক্ সুখে।
আহা শুনিয়া মোদের তাপিত পরাণ,
কবে বল জুড়াইবে।

সখি এই হেতু আমি পুন্নাগ কেশর,
পুষ্পরেণু গোরচনা।
দেখ যতনে সঞ্চিয়ে সহকার'পরে,
রাখিয়াছি আনগে না।
সখি যতনে এ গুলি পদ্মপত্রে তুলি,
হও তুমি অগ্রগামী,
আমি নব কিসলয় তীর্থের মৃত্তিকা,
গোরচনা আদি আনি।
দেখ ওই প্রিয়সখি শুভ স্নান করি
আছেন বসিয়া ওথা।
যেন শারদ আকাশে নব শশীকলা,
মধুর সুসমা মাখা।
ওই তপস্বিনীগণ আশীষ কারণ,
নীবার হাতেতে লয়ে।
সবে আছেন দাঁড়ায়ে আশ্রমের দ্বারে,
সখিরে আশীষ তরে।

দ্বিতীয় সর্গ।

সখি তুমি নাথ-পাসে যাইবে বলিয়া,
আসিলাম মোরা ত্বরা।
আহা তোমার স্নান হক্ মঙ্গলের
প্রার্থনা করিলো মোরা।

সখি সরল হইয়া বইস লো তুমি,
করি তব অঙ্গরাগ,
তব সুচাঁচর চুলে বিনাইয়ে বেণী,
বাঁধিলো কবরী ভার।
সখি কেঁদনা কেঁদনা মঙ্গলের দিনে,
মুছে ফেল অশ্রুধারা।
আহা রাজার ঘরণী রাজ্যেশ্বরী হয়ে,
ভুঞ্জ সসাগরা ধরা।
সখি এ অঙ্গের তব-মণি আভরণ,
বিনা কভু নাহি সাজে।
মরি স্বাজানু আমরা আশ্রম-সুলভ,
আভরণ যাহা আছে।
সখি পর পর এই পট্ট-বাস তুমি,
হেরিয়া জুড়াক আঁখি।
দেখ ওই পিতা কণ্ব আসিছেন হেথা
অভিবাদ ওঁরে সখি।
সখি আশ্রম-বিরহে কাতরা যে তুমি,
সুধু দেখ তাহা নয়।
দেখ তোমার বিরহে কাতর সকল,
আশ্রম-পাদপচয়।
দেখ ওই মৃগীচয় আহার না লয়,
ময়ূরী না নাচে আর।

দেখ ওই বনলতা এলাইয়ে পাতা,
কাঁদিছে তোমার তর।
হেথা এমন কে আছে তোমার বিরহে,
সন্তাপিত বল নয়।
ওই চক্রবাক্ দল মুখেতে মৃণাল,
দুঃখে অধোমুখে রয়।
সখি বন-তোষিনীরে মাধবী সখিরে,
কর এবে সম্ভাষণ।
তুমি ত্যজিয়া তাদের যাইতেছ দূরে,
কাতর সবার মন।
সখি এসো এসো এবে আমাদুইজনে,
দেহ তুমি আলিঙ্গন।
যদি রাজর্ষি তোমারে চিনিবারে নারে,
দেখাইও অভিজ্ঞান।
সখি শঙ্কিত হয়োনা স্নেহের স্বভাব,
অমঙ্গল মনে আসে।
তব পতিকুল যত দেবতা সকল,
যেন অমঙ্গল নাশে।

(৺ মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের
মৃত্যু-উপলক্ষে।)

হায়! আজি বঙ্গভূমি হইল আঁধার,
ডুবায়ে শোকের নীরে, হায় চিরদিন তরে,
মহাত্মন! ত্যজিলে কি এ মর সংসার।

ভারত-গৌরব-রবি চিরদিন তরে,
অস্ত গেল বুঝি হায়, শুনি প্রাণ ফেটে যায়,
ডুবিলরে বঙ্গভূমি শোক-সিন্ধুনীরে।

দয়াময় দীন-সখা কাঙ্গাল-শরণ!
আঁধার করিয়ে তুমি, কাঁদায়ে এ বঙ্গভূমি,
কোথা যাও কোথা যাও ওহে মহাত্মন!

তব হৃদি ছিল দেব দয়ার ভাণ্ডার।
বাল-বিধবার দুঃখ, হেরিলে যে তব বুক,
বিদারিয়া যাইত যে ওহে শতধার।

পতিপুত্রহীনা শত অনাথা রমণী।
তোমার বিহনে আজি, কাঁদিছে ধুলায় পড়ি,
কে আর সান্ত্বনা দিবে কহ গুণমনি।

স্নেহ-মাখা সৌম্য-মূর্ত্তি দেবতার সম।
স্মরিলে এখনও হায়, হৃদি বিদারিয়ে যায়,
মনে পড়ে তব সেই অকৃত্রিম স্নেহ।

কাঁদায়ে হে বঙ্গভূমি কাঁদায়ে সবারে,
কোথা গেলে মহাত্মন! ত্যজি প্রিয় পরিজন,
ভাসাইয়ে সবাকারে অকূল সাগরে।

কে আর মোদের বল শোকের অনল
নিভাইবে প্রবোধিয়ে, সেই শান্তি বারি দিয়ে,
মুছাইবে সবাকার নয়নের জল।

বঙ্গের বিধবা যত অনাথার দল,
আর কার মুখ চেয়ে, ধরিবে রে পোড়া হিয়ে,
তব দয়া-বারি বিনে মরিবে সকল।

আত্মপর ভেদাভেদ না ছিল তোমার।
সবারে সমান স্নেহে, তুষিতে যে সযতনে,
তব হৃদি ছিল দেব দয়ার ভাণ্ডার।

যাও যাও যাও দেব এবে স্বর্গধামে,
তব লাগি দেবপতি, রেখেছে আসন পাতি,
বস গিয়া ত্রিদিবেতে হৈমসিংহাসনে।

(নলিনীর প্রতি।)

কেনলো নলিনী আজিলো মলিনী,
ছিন্নদলরাজী শুষ্ক মুখ খানি,
কি অভাবে আজি এ ভাব তোর।

কেন বিষাদিনী বল ওলো ধনী,
আনত-আননে কেন কমলিনী,
কিবা দুঃখ প্রাণে পেয়েছ ঘোর !

হাসিছে তপন সহস্র কিরণ,
সুদূর গগনে তব প্রাণধন,
তবু ও নলিনী মলিনা কেন ?

একি তব রীতি পিরীতের বিধি,
ভুলাইয়ে ধনী নিজ প্রাণপতি,
মুখ-মধু কর অপরে দান।

ভুলায়ে প্রাণেশে সুধু হাসি হেসে,
অলিরাজে তোষ অমিয় বরিষে,
ছিঃ ছিঃ শুনে লাজে সরমে মরি।

কপট প্রণয়ে বঁধুরে ভুলায়ে,
ছল না লো আর এরূপ করিয়ে,
নলিনী তোমার চরণে ধরি।

বুঝি আজি বঁধু নাহি পেয়ে মধু,
অভিমান করে ফিরে গেছে সুধু,
তাই হেন দশা ঘটেছে তোর।

কিম্বা অলিকুল করিয়া ব্যাকুল,
গিয়াছে তোমায় করে প্রেমাকুল,
তাই সেই ভাবে আছ লো ভোর।

মল্লিকা মালতী বেলা যাঁথি যুঁথি,
টগর গোলাপ সেফালিকা আদি,
তোর দুঃখ দেখে হাসিছে সবে।

হেসে হেলে দুলে, এ উহারে বলে,
সমীরের কানে কহে নানা ছলে,
ফুল ফুল সবে সুখেতে হাসে।

অবোধ ভ্রমর তোমার নাগর,
কেতকির প্রেমে হইয়া পাগল,
গিয়াছে তথায় মধুর আশে।

জানে না সে অলি মধু শূন্য খালি,
কেতকিনী সুধু সৌরভের ডালি,
পড়েছে তাহার প্রেমের ফাঁসে।

(শরতের শশী।)

নীলাকাশে বসি শশী শরতের,
আপনার রূপে হইয়া বিভোর,
তুলি সরসীতে রূপের লহর,
কি মাধুরী মরি ছড়ায় ধীরে।

রূপের ছটায় গগন ছাইয়ে,
চারিদিকে নিজ কিরণ ছড়ায়ে,
হাসিয়ে হাসিয়ে প্রেমেতে ঢলিয়ে,
আদরে পড়িছে সবার গায়ে।

সোহাগী কুমুদী প্রিয়পতি পেয়ে,
আদরে বসায়ে হৃদয়-মাঝারে,
বিকসিত মুখে সরসী-উপরে,
সরমে সোহাগে যাইছে মরে।

ধীরে ধীরে আসি চতুর পবন,
লুটিয়া আনিছে কুসুমের বন,
ঝিকি মিকি পাতা নাচিছে কেমন,
মধুর ফুলের মাধুরী হেরে।

আলো করা হেরি সুনীল অম্বর,
পাপীয়া ছড়ায় সুস্বর-লহর,
"বৌ কথা কও" বলি বার বার,
মধুর স্বরেতে আকাশ-তলে।

নীরব রজনী নিথর ভুবন,
নীরব জাহ্নবী গাইছে কেমন,
নীরবে বহিছে মৃদু সমীরণ,
নীরবে শিশির পড়িছে ঝ'রে।

অযুত কুসুম কুঞ্জে ফুটেছে,
সুধা-পরিমলে ভুবন ভরেছে,
আহা মরি কিবা সুবাস বহিছে,
মধুর ফুলের মাধুরী লয়ে।

সারদা মায়ের শুভ আগমনে,
সেজেছে প্রকৃতি নূতন বসনে,
সকলেই মার রাতুল চরণে,
সাজায় কমল কুসুম হারে।

বালক-বালিকা আনন্দিত মনে,
নূতন বসনে নূতন ভূষণে,
নব পরিচ্ছদ পরিছে যতনে,
আদরে সোহাগে মায়ের কোলে।

(শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্ত।)

বাকল-বসনা
কে তুমি ললনা,
রূপে অনুপমা
দেববালা-সমা,
কুসুম-ভূষণা কে তুমি বালা ?

নবীন যৌবনে
মরি কি মাধুরী,

সরলতা সনে
মিলিত চাতুরি,
উজ্জ্বলিত বন রূপেতে আলো।

প্রফুল্ল কমল
রূপে ঢল ঢল,
উজলয় যথা
সরসীর জল,
দুলিছ সৌন্দর্য্য-পবন-ভরে।

বন-কমলিনী-
সম্ম তুমি ধনী,
রূপের সৌরভ
ছড়ায়ে রমণী,
বন ভরিয়াছ সুবাস-ভরে।

শারদ-চন্দ্রমা
না হয় উপমা,
অনুপমা তব
বদন-চন্দ্রমা,
কিসের সহিত তুলনা হয় ?

কি আছে জগতে
তোমার তুলনা,

তব চারু ছবি
মোহিনী-প্রতিমা,
হেরিলে কি আঁখি ফিরান যায় ?

কুসুম-নিন্দিত
লাবণ্য ললিত,
স্বর্গীয় মাধুরী
সুষমা-পূরিত,
তোমার কোমল বরাঙ্গ হেরে।

নাহি মিটে আশা
না পূরে পিপাসা,
যত হেরি আরও
বাড়িতেছে তৃষা,
মন প্রাণ মোর লইছ হ'রে।

প্রফুল্ল কমল
বিকশিত হলে,
বিমল সরসী
সুরভেতে ভরে,
সুবাসে তাহার আকুল প্রাণ।

তেমতি লো তুমি
এ বন-মাঝারে,

[৫৪]

বিকচ-নলিনী-
সম শোভা ক'রে,
মধুর সুরভ করিছ দান।

ফুলকুলেশ্বরী
গোলাপ সুন্দরী,
প্রস্ফুটিতা হলে
রূপের লহরী,
মধুর সুবাস ঢালিয়া দেয়।

ফুলরাণী জিনি
এরূপ তোমার,
অতুল সৌন্দর্য্য,
সুধার ভাণ্ডার,
মধুর অমিয়া মাখান তায়।

মধুলুব্ধ অলি
হইয়া আকুল,
ভ্রমেতে তোমায়
ভাবিয়ে কমল,
তব অভিনব মধুর আশে।

মধুর আশায়
হইয়া ব্যাকুল,

[৫৫]

গুঞ্জরিছে তাই
মত্ত অলিকুল,
কমল-আননে বসিছে এসে।

কি ফল তাহারে
করিলে তাড়না ?
দোষ তার দিব
কেমনে বলনা ?
তোমার এ নব যৌবন-মধু

লভিবার তরে
ব্যাকুল অন্তরে,
গুঞ্জরিছে অলি,
সকাতর স্বরে।
মধুকর নাহি ফিরিবে সুধু।

অনাঘ্রাত ফুল্ল
ফুলরাজী-ন্যায়,
নখাঘাত-হীন
নব কিসলয়,
তোমার তরুণ রূপের প্রভা।

হেরিয়া পরাণ
প্রেমে হয় ভোর,

ও নব মাধুরী
হেরে রূপ তোর
পরাণ আমার রহিল বাঁধা।

মহর্ষি সে কণ্ব,
কঠিন হৃদয়
এই সুকুমার,
দেহ-লতিকায়
বাকল-বসন পরিতে দিল!

কিম্বা আরও শোভা
বাকল-বসনে
মনোহরা বালা
হয়েছে দর্শনে
এরূপে নয়ন ভরিয়া গেল।

(দময়ন্তী।)

মহাঘোর বনে গিয়া প্রবেশিল সতী।
নানা পশুপক্ষিগণ বিচরিছে সেথা,
নানা বৃক্ষ মহীরুহ কান্তার ভূধর,
প্রবাহিনী বহিতেছে মন্দ মন্দ গতি।
পতি-অন্বেষণে সতী গহন কাননে,
যাহারে নেহারে বামা জিজ্ঞাসে তাহারে—

দেখিয়াছ হেথা কিসে নিষদ-রাজনে,
মোর পতি নলরাজে এ বন-মাঝারে ?
সিংহগ্রীব প্রভু মোর বিশাল-নয়ন,
দীর্ঘতর যুগভুরু অর্দ্ধাঙ্গে বসন,
মধ্যাহ্ন-তপন-সম তেজস্বী বিপুল,
হেরিয়াছ কেহ কি না কহ দয়া ক'রে।
ওহে সিংহ মৃগরাজ কানন-ঈশ্বর,
সত্য করি কহ মোরে, নিষদ-ঈশ্বরে
হেরিয়াছ কি না এই কানন মাঝারে ?
বনের বৃত্তান্ত কিবা তব অগোচর।
অনাথা হইয়া আমি নাথ-হীনা আজি,
ভ্রমিতেছি বনে বনে পাগলিনী-প্রায়,
জান যদি কেহ মম পতি-সমাচার,
দিয়া ওহে পশুরাজ বাঁচাও আমায়।
এত বলি গেল সতী এক বনান্তরে,
যথায় নির্ম্মলা এক ক্ষুদ্র প্রবাহিনী,
বহিতেছে নিজ মনে কুলু-কুলুস্বরে,
কাতরে তাহার পাসে করি জোড় কর,
কহে সতী ধীরে ধীরে উন্মাদিনী-প্রায়—
তরঙ্গিণি! জান যদি পতি-সমাচার,
কহ দেবি! দয়া করি অভাগীরে তবে,—
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া হেথা বারির আশায়,

তব তটে এসে ছিল কিনা প্রাণেশ্বর।
কোথা সেই মম প্রভু কমললোচন
নিষধ-অধিপ, নদি! বল ত্বরা করি।
তথা হৈতে গেল সতী যথা গিরিশ্রেণী,
নিকটেতে শোভিতেছে অমলধবল,
পাগলিনী-প্রায় ভৈমী ব্যাকুল-হৃদয়,
গিরিবর-পাসে গিয়া কহে সকাতরে,
সত্য করি নগপতি! কহ সমাচার—
মোর পতি নলরাজ বিশ্রামের তরে,
এসেছিল কি না গিরি! নিকটে তোমার,
নিষদ-অধিপ সেই কমললোচন।
পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভৈমী বেড়ান কাঁদিয়া,
ধূলিমাখা অর্দ্ধবাসা বিমুক্ত কুন্তল।
নলের বিরহে সতী হয়ে পাগলিনী,
ভ্রমিছেন নদ-নদী গিরি-উপবন।
কিছু দূরে গিয়া ভৈমী দেখিল তথায়,
সুপবিত্র শান্তিময় মুনির আশ্রম,
বিভূতি-ভূষিত দেহ মুদিত-নয়নে,
তেজঃপুঞ্জ কলেবর রুদ্রদেব-সম,
ধ্যান-মগ্ন এক যোগী বসিয়া আসনে।
মুনিবর-পাসে সতী করি জোড় কর,
দাঁড়াইল হেঁটমুখে; যুগল-নয়নে

বহে জলধারা অঙ্গ তিতিয়া তাঁহার।
হেরে মুনিবর ক'ন মধুর বচনে—
কে তুমি ললনা এথা এবিজন স্থানে?
ভ্রমিতেছ কেন বালা কাহারে অন্বেষি?
তোমার আকৃতি হেরি হয় অনুমান,
কি গভীর শোক তব পশেছে হিয়ায়।
দময়ন্তী কহে আমি পতি-কাঙ্গালিনী;
হারাইয়া এই স্থানে হৃদয়-রতনে,
ভ্রমিতেছি যথা তথা হয়ে পাগলিনী,
হারাধন যদি মিলে তবে বাঁচি প্রাণে।
এ দাসীরে দয়া করি কহ মুনিবর,
দেখেছ কি হেথা কি সে নিষধ-রাজনে?
মহারাজ মহামতি পুণ্য-শ্লোক নলে,
হেরিয়াছ কি না মুনে কহ দয়া করে।
মুনি ক'ন বৎসে না হও নিরাশ,
তব হারাপতি তুমি অচিরে পাইবে।
না কর রোদন সতি! মুছ অশ্রুধারা,
তব দুঃখ হইবেক অচিরে বিনাশ,
পাবে পুনঃ হারাপতি, পুত্রকন্যা লয়ে
পুনঃ রাজ্যসুখভোগ আবার ভুঞ্জিবে।

———

(সাবিত্রী।)

ঘোর অন্ধকার গভীরা যামিনী !
ঘন ঘন ওই নাদে কাদম্বিনী,
ক্ষণে ক্ষণে ওই জলদের কোলে,
চমকি চপলা লুকাইয়ে খেলে,
নিবিড় গভীর বনের মাঝারে,
হিংস্র জন্তু কত দলে দলে ফিরে।
মাঝে মাঝে করি বিকট গর্জ্জন,
করিছে শ্বাপদ হুঙ্কার ভীষণ!
প্রকৃতির যেন সেই ভীম ছবি
হেরিয়া আতঙ্কে নিস্তব্ধ কবি !
সেই ঘোর বনভূমি ভেদ করে,
কে রমণী ওই কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
রূপের ছটায় এ বিজন বন,
উজ্জ্বল করেছে অঙ্গের কিরণ।
আলু থালু বেশ স্খলিত কুন্তলে,
অঞ্চল পাতিয়ে বসি ধরাতলে,
বিলাপ করিছে সকাতর স্বরে,
কার মাথা ওই রাখি জানুপরে—
"এ ঘোরা যামিনী আমি একাকিনা
কোথা যাও নাথ করি অনাথিনী।

চেয়ে দেখ সখা বারেকের তরে,
দাসী তোমা-বিনা এবে প্রাণে মরে।
যথা যাবে সখা মোরে লয়ে চল,
তোমা-বিনা মোর জীবনে কি ফল ?
এত বলি সতী লুটায়ে ধরণী,
কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে কর হানি।
পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কৃতান্ত ভীষণ,
হরিবারে নারে সতী-হৃদি-ধন।
সতীত্ব তেজের গরিমায় হায়,
কৃতান্তও যেন সেও ভয় পায়।

(কে জানে তোমায় নাথ কত ভালবাসি।)

কে জানে তোমায় নাথ ! কত ভালবাসি ?
তোমাধনে হেরিবারে, সদত প্রাণ যে করে,
ইচ্ছা হয় হৃদি-পরে রাখি দিবানিশি।
তব প্রেমমাখা আঁখি, নয়ন উপর রাখি,
নিরন্তর হেরিবারে হই অভিলাষী।

মধুময় কথা তব শুনিবার তরে,
শ্রবণ সদত মম, হয় নাথ উচাটন,
প্রতিপল শুনিবারে বাসনা অন্তরে,
ও মধুর মৃদু হাসি, বড় প্রিয় ! ভালবাসি,
তোমার ও চারু হাসি অমৃত-অধরে।

জীবনের সাররত্ন প্রাণেশ আমার,
মরুভূমে ছায়া-সম, পিপাসার জল মম
দুর্ব্বলের বল মম জীবন-আধার।
বিপদে বিপন্ন মম, কার্য্যের কুশলসম,
জীবনে সহায় তুমি স্থল ভরসার।

হৃদয়ের গ্রন্থি তুমি অভিন্ন-হৃদয়।
কার্য্যেতে উৎসাহসমা, দুঃখের দুঃখিত মম,
সুখেতে প্রফুল্ল মোর বিমন চিন্তায়।
জীবনের ধ্রুবতারা, আশার সাগরে ভেলা,
সংসার-সাগরে তুমি কর্ণধার-প্রায়।

প্রাণের দোসর তুমি ব্যথার ব্যথিত।
সুখেতে অতুল সুখী, দুঃখেতে সমান দুঃখী,
তোমামত এ জগতে কে আছে সুহৃদ?
তোমার তুলনা দিতে, কিবা আছে এ জগতে,
জীবনের শান্তি তুমি তুলনা রহিত।

(সীতা।)

বিজন কাননে, বসি ধরাসনে
কে তুমি ললনা কমল-বদনে?
বিন্দু বিন্দু ধারা পড়ে দুনয়নে,
কে তুমি সরলা বসিয়ে একা?

আলু থালু কেশ পাগলিনীবেশ,
ধূলি-ধূসরিত রুক্ষ মুক্তকেশ,
বিষাদে তোমার বদন-চন্দ্রমা,
যেন রে নিবিড় জলদে ঢাকা!

বসিয়া বিজনে হরিণীলোচনে,
নয়ন অসাড়ে ভাসিছে বয়ান,
করি হাহাকার স্মরিছ কাহারে,
বুঝিয়াছি তুমি শ্রীরাম-ললনে।

জনকদুহিতা তুমি কি গো সীতা,
শ্রীরাম-ঘরণী রাঘব-বনিতা?
আহা! কার তরে উন্মাদিনী-মত,
পাগলিনী-সমা কাতরা ব্যথিতা?

রাজেন্দ্র রাঘব ভ্রমেতে পড়িয়ে,
সাধ্বী ভার্য্যা দিল কাননে পাঠায়ে,
বিধির বিধান না হয় খণ্ডন,
তাই সতী আজি অধীর হৃদয়ে

ভাসে একাকিনী নয়নের জলে,
শ্রীরাম-চরণ স্মরিয়া বিরলে,
কাঁদে একাকিনী এ বিজন স্থানে,
সীতা-দুখে কাঁদে বনপশুগণে।

পশুপক্ষী-আদি তরুফুলদল,
জানকীর দুঃখে ফেলে অশ্রুজল।
সীতা-শোকে যেন প্রকৃতি সুন্দরী,
বিষাদ-বসনে ঢেকেছে আমরি!

(দ্রৌপদী।)

সুরম্য কাম্যকবনে সুন্দর কুটীরে,
কে ওই বসিয়া সতী? যাজ্ঞসেনী রূপবতী,
আভরণ-হীন দেহ চীরবাস প'রে।

বিমুক্ত কুন্তল ঘন-কাদম্বিনী-প্রায়।
এবে নহে রাজরাণী, যেন বেশ কাঙ্গালিনী,
তবুও উজ্জ্বল বন রূপের প্রভায়।

শারদ-সুধাংশু-সম তবু সুবদনী।
বিতরে লাবণ্য-ছটা, জলদে বিজলি ঘটা,
সুরবালাসমা যেন দ্রুপদ-নন্দিনী।

সে পর্ণ-কুটীর মাঝে রাখিয়ে কৃষ্ণারে,
ভীম-পরাক্রম-সম, গিয়াছে পাণ্ডবগণ,
ফলমূল-আহরণে মৃগয়া-ব্যাপারে।

অদূরে রথের ধ্বনী পসিল শ্রবণে।
যাজ্ঞসেনী ভীত মনে, কাঁপিছে প্রমাদ গ'ণে,
বুঝি বা দুরাত্মা কুরু আসিল এ স্থানে।

দেখিতে দেখিতে রথ আশ্রমের দ্বারে
হ'ল আসি উপনীত, কনকমণিমণ্ডিত,
সুবর্ণকিঙ্কিণীজাল বেড়া চারিধারে।

বীরাকৃতি রাজবেশ ক্ষত্রিয় যুবক,
মদগর্ব্বে ধীরপদে, পসিয়া আশ্রমভিতে,
সহাস্যবদনে আসে কৃষ্ণার নিকটে।

দুরাচার জয়দ্রথ আসি ধীরে ধীরে,
কহিল মধুরস্বরে, কপটেতে ছল করে,
স্বামিগণ সহ কৃষ্ণা আছত কুশলে।

ভীম-পরাক্রম তব কোথা পতিগণ?
একা তুমি সুহাসিনী, কেন দেখি সিমন্তিনী,
এ বিজন কুটীরেতে করিছ ভ্রমণ?

বৃথা জটাচীরধারী তপস্বী পাণ্ডবে
সেবি তুমি বরাননে, অমূল্য যৌবনধনে,
কি কারণে খোয়াইছ এত ক্লেশ সহে?

চল ধনি মোর সাথে মম রাজধানী।
উজ্জ্বল হীরকমণি, পরিহবে রাজরাণী,
মহিষী-প্রধানা হয়ে সুচারুহাসিনী।

ভুঞ্জিবে পরম সুখ সুচারুলোচনে।
তপস্বী পাণ্ডবগণে, ত্যজি চল বরাননে,
এই বেলা মোর সাথে ত্বরিতগমনে।

জয়দ্রথবাক্য শুনি দ্রুপদনন্দিনী,
ভৎর্সি কহে রোষ ভরে, মূঢ় পাপাত্মন্ ওরে,
শৃগাল হইয়া সাধ সিংহের রমণী ?

তিষ্ঠ ক্ষণকাল মূঢ় পাপাত্মা হেথায়,
ভীম-পরাক্রম ভীম, আর পাণ্ডুপুত্রগণ,
মুহূর্ত্তের মধ্যে আসি নাশিবে তোমায়।

মৃত্যু-দণ্ড বুঝি তব নিকটে আইল।
বামন হইয়া সাধ, ধরিবারে তোর চাঁদ,
তাই কি নিয়তি তোরে হেথায় আনিল ?

স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালেতে আছে কোন্ জন
পাণ্ডবে করিয়া জয়, তাহার বনিতা লয় ?
পাণ্ডব-রক্ষণ সেই শ্রীমধুসূদন।

(নলদময়ন্তী।)

চতুর্থ সর্গ।

নৃপ কহে, দেবগণে ত্যজি কি কারণ,
আমারে বরিতে চাহ কি লাগি সরলে ?

দেব ছাড়ি মনুষ্যেরে করিবে বরণ,
কোন্ গুণে শশীমুখী কহ তা আমারে।

দেবেন্দ্র বাসব,—যাঁরে পূজে সর্ব্বশ্রেণী,
বহু তপস্যার ফলে যাঁর দরশন
মিলে, হেন শচীনাথে ত্যজি সুহাসিনি,
অন্য জনে বাঞ্ছা তব কহ কি কারণ।

সুরেন্দ্রে বরিয়া ধনি ত্রিদিব-আলয়ে,
বিহরিবে কত সুখে নন্দন-কাননে।
সুর-ললনারা সবে সেবিবে তোমারে,
পারিজাত-পুষ্পহারে তুষিবে যতনে।

কিম্বা যদি বর আলো জলের অধিপে,
কত সুখ ভুঞ্জিবেক হবে জলেশ্বরী।
সুরম্য পাতালপুরে সতত হরিষে,
বিচরিবে নানা ভোগে হে নৃপকুমারি।

লোকপাল-জায়া হয়ে অতুল বৈভব,
ভুঞ্জিতে কি সাধ তব নাহি হয় চিতে ?
দেবতুল্য মানবেতে কভু কি সম্ভব,
ভাবি দেখ স্থির-চিত্তে আলো শুচিস্মিতে।

দিকপাল, বৈশ্বানর, বরুণ, শমন,
তব আশে আসিয়াছে এ চারি অমর।

দেবেন্দ্র-বঞ্চিত তব রূপে নিমগন,
হইয়াছে সুবদনী যত সুরাসুর।

পরিহরি দেবগণে কেমনে বরিবে,
মোরে সুহাসিনি তুমি ? দেবতা রোষিলে
কেবা বল সুলোচনে মোদের রাখিবে ?
দেবকোপে দুই জনে যাব রসাতলে।

(দময়ন্তী।)

ষষ্ঠ সর্গ।

হেথায় প্রাসাদে ভৈমী ব্যাকুল হৃদয়ে,
নলের আশায় আছে চেয়ে পথপানে।
আছে যথা চাতকিনী রহে জলাশয়,
নব নীরদের পানে সতৃষ্ণ-নয়নে।

কহে সতী ধীরে ধীরে কাতর বচনে,
আজি যদি প্রাণেশের রাতুল চরণ,
না পাই ধরিতে হৃদে তবে এ জীবন,
নিশ্চয় অনলে আজি দিব বিসর্জ্জন।

না রাখিব এ পরাণ সে চরণ-বিনা,
বৃথা এ জীবনভার না ধরিব আর।
পতি-বিনা রমণীর আছে কিবা গতি,
কিবা সুখ ধনে জনে হারায়ে সে ধনে।

কাঙ্গালিনী ভিখারিণী হইয়াছি আমি,
তাহার বিরহে এ পাপ পরাণে মোর
কিবা প্রয়োজন ? এত বলি নীরবিয়া,
করেন রোদন সতী তিতি অশ্রুনীরে।

উজ্জ্বল সে অশ্রুবিন্দু কোমল কপালে,
মুক্তাফল-সম শোভা আহা সুচারু,
ধরিবে রে কি বলিবে এ ছার লেখনী।
পতিপদস্মরি সতী ভাসে অশ্রুজলে,

নলিনী মলিনী যথা ভানুর বিরহে,
নল-বিনা দময়ন্তী বিষাদ-বদনা,
বিবর্ণ মুখ-চন্দ্রমা রাহুগ্রস্ত যথা,
শশধর-সমা বামা বিবর্ণ-বদনা,
বহে দীর্ঘশ্বাস সদা স্মরিয়ে পতিরে।

(হাসি।)

ভালবাসি তোরে হাসি অমিয়-লহরী,
তোমার পরশে হয়, ভুবন আনন্দময়,
সংসার-মরুতে দেও অমৃত বিতরি।

ভালবাসি তোরে হাসি অমৃত-লহরী,
এ জগতে তোর গুণে, বাঁধা প্রাণে প্রাণে,
পার্থিব জগতে সুখ তোরে হৃদে ধরি।

নব প্রণয়ের তুমি নবীন মুকুল।
তোমা-ছাড়া এ সংসারে, বল কে বাঁচিতে পারে ?
গগনের শশী নহে তব সমতুল।

এ সংসার-শ্মশানেতে তুমি না থাকিলে,
রোগ শোক দুঃখ জ্বালা, হয়ে জীব ঝালাপালা,
তোমার পরশে পুনঃ যায় সব ভুলে।

তুমি না থাকিলে হাসি এ বিশ্ব-মাঝারে,
তবে কি প্রকৃতি-সতী, সাজি হত বসুমতী,
পরাইত নব বেশ এইরূপ ক'রে ?

বহুরূপী তুমি হাসি জগৎমাঝারে।
বহুরূপে বহু স্থানে, দেখা দেও ফুল্ল মনে,
অমৃত ছড়ায়ে তুমি হৃদয়-প্রান্তরে।

স্বর্গ সুখে সুখী হাসি হই তোমা হেরে।
চেতনা বিলুপ্ত হয়, আত্মহারা হয়ে প্রায়,
তোমার পরশে যাই সুখেতে ভাসিয়ে।

বহুরূপী তুমি হাসি জগৎভুলানী।
কভু বা নিকুঞ্জ ফুলে, কভু পত্র-অন্তরালে,
জোছনার কোলে কভু বালকণ্ঠে বাণী।

তোমার প্রভাবে হাসি কর মধুময়।
দৃঢ় বাঁধা প্রেম-ডোরে, কি সাধ্য খুলিতে পারে,
বিকসিত হাসি-মুখ হেরে দুঃখ যায়।

(সীতা-বিরহে শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ।)

বরিষা যাইল শরৎ আসিল,
নির্ম্মল সরসী হইল বিমল,
সুনীল আকাশে চন্দ্রমা হাসিল,
বনরাজি শোভা ধরিল সুন্দর।

কৌমুদী-রজনী তারানাথ সনে,
সুখেতে বিহরে প্রেমফুল্ল মনে,
শীতল মধুর সুধাংশু-কিরণে,
ধরিল প্রকৃতি শোভা মনোহর।

আনন্দিত ধরা রজত-যামিনী,
হেরে পুলকিত হয় সর্ব্বপ্রাণী,
কি সুচারু শোভা ধরেছে মেদিনী,
সুখের হিল্লোলে যাইছে বয়ে।

সুমন্দ মলয় বহি ধীরে ধীরে,
কুসুম-সুবাস আনিয়া বিতরে,
অমিয়া বরষে হিয়ার ভিতরে,
মন প্রাণ যায় আকুল হয়ে।

গায় মধুস্বরে পাপীয়ারা গান,
আকাশ-তলেতে তুলিয়া সুতান,
সে মধুর স্বরে মোহিত পরাণ,
ঢালে সুধা-ধারা শ্রবণ'পরে।

নয়নরঞ্জন নবীন শ্যামল,
কচি কচি কিবা নব দুর্ব্বাদল,
নবীন পল্লবে নব ফুলদলে,
তরু পত্র গুলি কি শোভা করে!

স্বচ্ছ নীলাকাশ কিবা নিরমল,
জলধারা আর নাহি অবিরল,
শারদ-গগনে হাসিছে চন্দ্রমা,
হাসে বনরাজি নবীনবেশে।

রাঘব, প্রিয়ারে স্মরি অশ্রুজল
ফেলেন নীরবে, ভাসে বক্ষঃস্থল,
বিলাপ করেন অধীর হৃদয়ে,
প্রিয়াশোকে যেন পাগল-প্রায়।

আহা! কোথা প্রিয়ে মধুরভাষিণী,
দেখা দাও মোরে হৃদি-কমলিনী,
তোমা-বিনা প্রাণ নাহি রহে আর;
শূন্য এ সংসার আঁধারময়।

হাস শশধর গগনে উদিয়ে,
তোমার তরাসে আঁধার পলায়ে
গেছে, কিন্তু মোর আঁধার হৃদয়,
কাঁদিতেছি আমি বিজনে একা।

কোথা প্রিয়ে হৃদি-চন্দ্রমা আমার,
তোমা-বিনা মোর সকলি আঁধার,
কত দিনে দেখা পাইব তোমার,
শূন্য হৃদি মোর আঁধারে ঢাকা।

আর কত দিন এ দশায় থাকি,
রব প্রাণেশ্বরী কহ বিধুমুখি,
দেখা দেও মোরে বারেক সুমুখি,
তোমার বিরহ না সহে আর।

রে মলয়! তুমি বহ না এখানে,
অভাগা শ্রীরাম বিরহ-বেদনে,
দহে আরও হেথা তোমার পরশে,
হেথা নাহি বহ মিনতি আমার।

রে কুসুম! তব সুবাসে আমার,
জানকী-বিরহ বাড়িতেছে আর,
দয়া করে হেথা ফুটো না ফুটো না,
এই ভিক্ষা হেথা রাঘব চায়।

বন-বিহঙ্গিনি ! আর মোর কাণে,
তব সুধাগান ঢেল না শ্রবণে,
বাড়াইতে হেথা দারুণ বিরহ,
ক্ষমা কর দেবি অভাগা-জনায় ।

সুখ-স্পর্শ ওই ধীর সমীরণ,
কোকিল-সুস্বর ভ্রমর-গুঞ্জন,
এ হৃদি-মাঝারে নাহি সহে আর,
দ্বিগুণ বাড়ায় বিরহ-দহন ।

সদা মনে পড়ে হরিণলোচনা,
ধৈর্য্য নাহি হয় কোথা প্রিয়তমা,
দেখা দেও মোরে হৃদয়-চন্দ্রিমা,
তোমার বিরহে না রহে জীবন ।

(ষ্টার-থিয়েটারে নলদময়ন্তী-অভিনয়-দর্শনে ।)

অভিনয় রঙ্গভূমে আজি কি হেরিনু !
মরি কি স্বর্গীয় ছবি, কি মধুর দৃশ্য মরি,
কি সুন্দর সতী-প্রেম নয়নে হেরিনু !

রূপবতী সাবিত্রীসতী দময়ন্তী লীলা ।
অতুলনা সে ললনা, সতী সাবিত্রী পতিপ্রাণা,
ধরাধামে মূর্ত্তিমতী যেন দেববালা ।

মনে মনে নলরাজে করিয়া বরণ,
দেবগণে না বরিয়া, নলে বরমাল্য দিয়া
নলময় নলগত প্রাণ ।

সেই দুষ্ট দুরাচার কলির পীড়নে,
আহা ! সতী নলসনে, কি না কষ্ট পেলে বনে
দময়ন্তী-দুঃখে কাঁদ বনপাখীগণে ।

পতি লাগি সে ললনা কতই সহিল ।
রাজ্য ধন আশা ছাড়ি, পতিসহ বনচারী
হইয়াও তবু বালা হৃদে না কাঁদিল !

কি গভীর প্রেমে বদ্ধ বালার হৃদয় ।
অনন্ত অসীম প্রেম, প্রেমে পাগলিনী-সম,
প্রেম-নিগড়েতে বালা বেঁধেছিল তায় ।

কলির চক্রেতে নল বুঝিতে নারিল ।
রাজ্য ধন খোয়াইয়ে, পতিপ্রাণা ভার্য্যা ল'য়ে,
নিবিড় গভীর ঘোর কাননে পসিল ।

দুর্ব্বুদ্ধির বশে নৃপ কলির ছলায় ।
পতিপ্রাণা পত্নীধনে, ত্যজিয়া গহন বনে
নিবিড় বনের মাঝে ফেলিয়া পলায় ।

ক্লান্তা হয়ে আহা ! সতী সুখে সুপ্তা ছিল ।
জানিত না প্রাণপতি, করিবেন এ দুর্গতি—
মন প্রাণ নলে দিয়াছিল ।

সরল-হৃদয়া সতী জানে না চাতুরি।
ভীষণ কান্তার স্থলে, সুপ্তা রাখি ধরাতলে,
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া গেল পরিহরি।

ক্ষণপরে উঠি সতী মুছিয়া নয়ন,
না হেরিয়া নলরাজে, উন্মাদিনী-সম সাজে,
হাহাকার করি কত করিল রোদন।

শুনি সে শোকের গান, কা'র নাহি কাঁদে প্রাণ,
এমন পাষাণ হৃদি কা'র ?
আহা ! সতী পতিরতা, পতি লাগি কত ব্যথা,
কি যন্ত্রণা কি দুর্দ্দশা ঘটিল তোমার !

বন-মাঝে এ হেন সময়,
দুরাচার এক ব্যাধ মন্দমতি দময়ন্তী প্রতি
আসি কত প্রলোভ দেখায়।

কিন্তু সেই নল-পরায়ণা, কিছুতে টলে না,
হেরি ব্যাধ শিহরে পলায়।
সতীও তেজেতে তপনে জিনিয়া,
একা কাঁদে সতী ধরায় বসিয়া।

আত্মহারা বামা বিবশা অধীরা,
একাকিনী সেথা ভাসে অশ্রুজলে।

হেনকালে আসি এক মুনিবর,
লয়ে গেল তারে চেদীরাজ-ঘরে।

কত দিন সেই স্থানে করিয়া যাপন,
নলরাজে পাবে ব'লে, পুনঃ স্বয়ম্বর ছলে,
নল-রাজে পেলে দরশন।

ধন্য ধন্য দময়ন্তী সতী পতিপ্রাণা !
তোমার প্রেমের কাছে তুলনা কাহার ?
অতুলনা অতুলনা ভারত-ললনা।

বঙ্গের ভগিনীগণ ! দময়ন্তী-সম-প্রেম
শিখ, হৃদে রাখগো লিখিয়া।
পতি হন রাজ্যধারী কিম্বা বনচারী,
কুরূপ নির্ধন হউন ভিখারী,
প্রাণ মন দিয়ে ভালবাসি তাঁরে,
করিবে সকলে জীবন সফল।

রূপে গুণবান পণ্ডিতে যেমন,
হউন কুরূপ দরিদ্র নির্ধন,
সমভাবে তাঁরে তুষিবে সাদরে,
সতী সদা সেবে পতির চরণ

হেন অভিনয়ে আছে উপকার,
যা'তে হয় হৃদে জ্ঞানের সঞ্চার,

নর-নারী-হৃদে যেন এই ছবি,
রহে চিরদিন আঁকা সবাকার।

(একটী পাখী।)

আহা! কিবা মনোহর বরণ সুন্দর,
সুচিকণ মনোরম পাখী।
হেরিলেই নয়ন জুড়ায়,
মনে হয় ওরে ধরে রাখি।

সুন্দর এ রূপ পাখি কেবা তোরে দিল,
ধন্য সেই কারিকর ধাতা!
কি দিয়ে তোমায় পাখি নির্ম্মাণ করিল,
ধন্য ধন্য তার নিপুণতা!

কিবা কণ্ঠ সুমধুর মধুর সুতান।
যথা ইচ্ছা ভ্রমি পাখি, বিচরিছ সুখে ডাকি,
মাতাইছ দিবানিশি আমার পরাণ।

শুনি পাখি তোমার এ মোহন সুস্বর,
প্রাণ মোর উঠে উছলিয়া।
ইচ্ছা হয় ভ্রমি তব সনে,
যথা ইচ্ছা বেড়াই উড়িয়া।

ক্ষুদ্র পাখি তোর হৃদি এত স্নেহময়,
জানি না রে তাহা আগে,

চমৎকার মানি দেখে,
ধন্য স্নেহপূর্ণ পাখি তোমার হৃদয়!

কোটর-নীড়েতে রাখি শাবক দুইটী,
চঞ্চুপুটে ফল লয়ে,
আসিতেছ দ্রুত ধেয়ে,
মাতৃস্নেহ কিবা পরিপাটী!

বার বার আসিতেছ লইয়া আহার,
শাবক দু'টীর তরে।
যতনেতে স্নেহভরে;
যোগাইছ ক্ষুদ্র পাখি, তাদের আহার।

পাছে কেহ লয় হরি, শাবক তোমার,
এই ভয় কর বার বার,
দেখ আসি নীড়'পর।
ক্ষুদ্র হৃদি তব পাখি স্নেহের আগার।

তোর স্নেহ হেরে পাখি হইনু বিহ্বল।
কত নদ-নদী-গিরি আন অতিক্রম করি,
শাবক দু'টীর তরে সুমধুর ফল।

(সোমের প্রতি তারা।)

(আজি) কেন কেন মন, এত উচাটন,
কি লাগি ব্যাকুল হবে?

তুমি এবে ধৈর্য্য ধর, কিছুদিন পরে,
প্রাণেশ-রতন পাবে।

এবে দৃঢ় মনে নাথ, নিযুক্ত সাধনে,
তাঁহার সাধনা-ফল
যেন লভেন অচিরে, প্রার্থনা আমার,
এই দেহ প্রাণে বল।

ঘোর কাতর পরাণ, তাঁহার বিরহে,
সকলি সহিতে পারে।
যেন দুঃখের পরশ, তাঁহার হৃদয়ে,
কভু না পশিতে পারে।

আমি বিরহ-অনলে, জ্বলিয়া পুড়িয়া,
তবু তাঁরে জানাব না।
আমি মরমে মরমে, মরিয়া মরিয়া,
তবু তাঁরে দেখাব না।

আমি প্রেম-অশ্রু দিয়ে, ভালবাসা ফুলে
প্রাণেশেরে সঙ্গোপনে।
দিবরে অঞ্জলি, নিরজনে বসি,
একাকিনী প্রাণে প্রাণে।

উপহার।

(মাননীয়া বর্দ্ধমানাধিপ-পত্নী শ্রীশ্রীমহারাণীর
মুঙ্গের-গমন-উপলক্ষে।

জয় মহারাণী তব পদার্পণে,
সাজিয়াছে দেশ নূতন ভূষণে।
পবিত্র এ দেশ তব আগমনে,
ধন্য হইয়াছে জানিবেন মনে।

জয় মহারাণী হক্ তোমা জয়,
তব আগমনে আনন্দিতময়।
ধরেছে এ দেশ নূতন সুবেশ,
হাসে রাজধানী তোমার প্রভায়।

বীরজায়া তুমি বীরের ললনা,
বীরেন্দ্রাণী তুমি রাজলক্ষ্মী সমা।
বীরের দুহিতা তুমি বীরসূতা,
উদার করুন তোমার হৃদয়।

রমণীর মণি রূপে অতুলনা,
সৌন্দর্য্যে অতুলা নারীর গরিমা।

কমলবাসিনী কমলার সমা,
তোমার হৃদয়ে করুণা অসীমা।

লক্ষ্মীরূপা মাতঃ তুমি রাজেন্দ্রাণী,
তব যশভাতি ছাইয়া মেদিনী।
ঘুচুক হেথায় দীন-দুঃখী-ক্লেশ,
হাসুক ধরণী পরি নববেশ।

জরা-দগ্ধ জীব দীন দুঃখী যত,
তব দয়া-বারি পেয়ে সবে মাতঃ,
নির্জ্জীব জীবনে পাইবে জীবন,
গাবে তব নাম ছাইয়া ভুবন।

শুনিয়াছি মাতঃ দয়াসিন্ধুসম
তোমার হৃদয় করুণা মাখান।
সিন্ধু-সমীপেতে সবে রত্ন চায়,
কূপপাশে মাতঃ বল কেবা ধায় ?

নশ্বর জগতে কিছু নাহি রয়।
কীর্ত্তি-বিনা মাতঃ জানিহ নিশ্চয়,
জীবাত্মার হেথা হইলে বিলয়,
তারি সনে মাতা সকলি মিশায়।

মানব-জীবন নিশার স্বপন।
এই আছে এই নাহি এক ক্ষণ।
বিষয় বিভব মিথ্যা হেথা সব,
সবে মাত্র সার শ্রীরাম-চরণ।

পাপে পূর্ণ এই মরত সংসার,
রোগ শোক জরা মৃত্যু অধিকার।
লভিবারে সেই অনন্ত জীবন
যদি চাহ মাতঃ, কর আয়োজন।

সেই দীননাথ দীনের কাঙ্গাল,
দীনে অন্ন দিলে পাবে মহাফল।
অন্নাতুর যত ক্ষুধার্ত্ত জীবেরে,
অন্নদান মাতঃ কর অকাতরে।

দুরন্ত শীতের হিমানী-বর্ষণে,
মৃত-প্রায় যত অন্ধ খঞ্জগণে—
বস্ত্রাভাবে দেখ কাঁপিতেছে কায়—
বস্ত্র দান করি বাঁচাও সবায়।

রোগী শোকী যত অন্ধখঞ্জগণ,
দিনান্তে যাদের না মিলে অশন,

হেন জন প্রতি যেবা দৃষ্টি করে,
ঈশ্বর সদয় হন তা'রোপরে।

যদি ভাগ্যবলে এসেছ হেথায়,
একমাত্র মাতা মোদের প্রার্থনা—
অন্নশালা এক করিয়া স্থাপনা,
যাও কীর্ত্তি রাখি অনন্ত ধরায়।

অন্নাতুর জন পাইবে আহার,
তৃষাতুরে পাবে সুশীতল জল।
অমর সে কীর্ত্তি স্বর্গধামে তব,
সাক্ষ্য দিবে মাতঃ ফলিবে সুফল।

গাবে তব যশঃ রবি-শশী-তারা,
গাইবে আকাশ ভূধর সাগর,
চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ রহিবে যাবৎ,
গাবে তব নাম সবে সমস্বর।

রাণী ভবানীর সুকীর্ত্তি যেমন,
শোভিতেছে মাতঃ বারাণসীধামে
তব যশভাতি-কীর্ত্তিমেখলায়
উজ্জ্বলিত মাতঃ নিয়ত এ স্থানে।

ক্ষণধ্বংশী এই নশ্বর সংসার
ছায়াবাজীসম ক্ষনেকে ফুরায়।
সজীব অমর রহে কীর্ত্তিগুলি,
চিরদিন এই সমগ্র ধরায়।

ধরাপতি কিম্বা ধরার ঈশ্বর,
কেহ নহে সুখী এ বিশ্ব-ভিতর।
একমাত্র মাতঃ ধার্ম্মিকের মন,
ধর্ম্মময় হৃদি শান্তি-নিকেতন।

সীতা দময়ন্তী লীলা আদি খনা—
সতী-শিরোমণি ভারত-ললনা,
গুণের গৌরব করিয়া বিস্তার,
রেখে গেছে কীর্ত্তি ধরার উপর।

রাণী দুর্গাবতী, রাণী লক্ষ্মী বাই,
বীরের রমণী লোক-পূজ্যা তাই।
রেখে গেছে তা'রা কীর্ত্তির নিশান,
ভারত-হৃদয়ে চির দীপ্তিমান।

অন্তঃপুর-মাঝে থাকি অবরোধে,
দীন-দুঃখীতরে সদা প্রাণ কাঁদে।
ঘুচাইতে মাতঃ নাহিক শকতি,
তাই তব পাশে জানাইতে মতি।

আশীষ করিমু আমরা সকলে,
ধর্ম্মে মতি তব র'ক অনুক্ষণ।
রাজলক্ষ্মী তব রহুন অচল,
দরিদ্রের দুঃখ করিও মোচন।

সম্পূর্ণ।

PRINTED BY GIRISH CHANDRA GHOSE
Aryan Press, 54. 2. 1. Grey Street.
1895.